প্যারিসের চিঠি – ৩

ওয়াসিম খান পলাশ

প্যারিস ১৯৫০ সাল

১৯৫০ সালে প্যারিস নগরীকে বলা হতো ধোয়ার নগরী। সে সময় এই শহরে ছোট বড় অনেক ফ্যাক্টরী ছিল যে গুলো কয়লায় চলতো। মিল কারখানার এই কালো ধোয়া সমগ্র নগরীকে কালো ধোয়াচ্ছন্ন করে রাখতো।

পরবর্তীতে এগুলো পরিবর্তন হতে থাকল। বিশেষ করে ফ্রান্সের পঞ্চম সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী মসিও মালরোর সময় আস্তে আস্তে এগুলো অপসারন করা হয়। পঞ্চাশ সালে প্যারিস সবেমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠতে শুরু করছে । তখনো বিশ্বযুদ্ধকালীন বোমার এর অনেক স্মৃতি চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নগরীর পোট দো লা শাপেল এলাকায় ১৯৪৪ সালে জার্মান বোমার স্মৃতি জনসাধারনের প্রদর্শনীর জন্য সংরক্ষন করে রাখা আছে।

তখন প্যারিস কি আসলেই বিশ্ব শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখুন তা হলেই এর জবাব পেয়ে যাবেন। প্যারিস আসলে পঞ্চাশের অনেক আগে থেকেই একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। আর্টিষ্ট, শিল্পী, সাহিত্যিকদের সমৃদ্ধতা প্যারিসকে সমৃদ্ধ করে রেখেছিল। একটি শহর এমনি এমনি এত সমৃদ্ধ হয় না। এর পিছনে পারীজিয়ানদের অধ্যবসায়, সাধনা, সৃষ্টিশীল চিন্তা-ভাবনা কাজ করেছে। ক্রিসমাস তাদের শিখিয়েছে মিষ্টভাষী হতে, আস্তে ধিরে কোন কিছুতে দক্ষ হতে।

পঞ্চাশ দশকে প্যারিজীয়ানরা বেশ ইকোনমিক ছিল। নিজেদের পড়ার জামা-কাপড় নিজেরা ঘরেই তৈরী করতো । বিশেষ করে উলের পোশাকগুলো খুব অল্প খরচে বাসায় তৈরী করতো। শীতকালে মেয়েদের কাজ ছিল উল কিনে এনে ঘরে বসে পোশাক তৈরী

করা। সে সময়ের পোশাকগুলো ছিল বেশ ঢিলে ঢালা, মার্জিত। পোশাকগুলো এমনভাবে তৈরী করা হতো যাতে শীত – গ্রীষ্ম দুই ঋতুতে ব্যাবহার যায়।

খাবার দাবারের ক্ষেত্রে পারীজিয়ানরা খুবই সচেতন ছিল। প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি পরিবারের সাপ্তাহিক ম্যেনু টানানো থাকতো। শুনলে আশ্চর্য হবেন জেনে এদের ম্যেনুতে কখনো ভাত, জোলা থাকতো না। সপ্তাহে একদিন ঘোড়ার মাংস, শুক্রবারে মাছ, রবিবারে মুরগীর রোষ্ট। আর সাথে থাকতো ফ্রেন্স ফ্রিত, কখনো আলুর পুরে।

১৯৫০–১৯৫৫ সাল। পারীজিয়ানরা তখনো পরিবারের ছেলে মেয়ে সবাই মিলে একসাথে টেলিভিশন দেখার অভ্যাস গড়ে উঠেনি। প্রায় ঘরেই রেডিও শুনতো। বিশেষ করে ছেলেদের সংবাদের প্রতি ঝোক ছিল বেশী। বাইরের ক্যাফে বার থেকেও সবশেষ খবর জানা যেত।

পঞ্চাশের দশকে প্যারিসের বাসাগুলো ছিল Wel Furnished. প্রতিটি বাসায় ছিল গরম পানির ব্যবস্থা আর আলাদা টয়লেট। বাথরুম, টয়লেটগুলো ছিল লাকজারিয়াস। রান্না ঘর ছিল Wel Dacorated. কিচেনের চারিদিকে ছিল কাঠের তৈরী সুন্দর প্লাকার্ড দিয়ে সাজানো। সবচেয়ে বেশী আকরর্ষন করে পারীজিয়ানদের ড্রয়িং রুম। এদের সবার ড্রইং রুম দূলভ আর্টিষ্টিক জিনিষ আর সুভেনীর দিয়ে সাজানো। এরা যেমন পুরনো কৃষ্টি সংরক্ষন করে তেমনি লেটেষ্ট কালেকাশনও এদের পছন্দ। তাই তারা সারা পৃথিবী ঘুরে বেরিয়েছে পূরাতনকৃষ্টি সংগ্রহ ও সংরক্ষনের জন্য। আবার নিজেরাই তৈরী করেছে লেটেষ্ট কালেকশন। এভাবেই তিলে তিলে গড়ে উঠেছে প্যারিস ।

চলবে ---

প্যারিস / 26/06/2008
polashsl@yahoo.com